# ১৪ই মার্চ

## অসীম চট্টোপাধ্যায়

ছোটোবেলা থেকেই মাছটার অসম্ভব খাই খাই বাতিক । বাপ মা জোগান দিয়ে কূল পায় না, সাতপুকুর চষে বেড়ায় । সাতদিনের খাবার একবেলায় শেষ । শেষে একদিন বাপ মা'কে বলে, ''চলো , একে বড় পুকুরে নিয়ে যাই । সেখানে খেয়ে পরে বাঁচবে । তল্পি তল্পা বেঁধে সবাই মিলে চললো বড় পুকুরে । সেখানেও ক'দিন যেতে না যেতেই একই অবস্থা । 'মাছ' সবার চেয়ে জোরে সাঁতার কাটে, সবার আগে পাত খালি । দেখতে দেখতে বড় পুকুরের পাড় গায়ে চেপে বসতে লাগলো । হাঁসফাঁস অবস্থা । মা বাপের মন, কি করে বলে 'অত খাস্ না'। এদিকে সামর্থও শেষ । মাছটাও পেল্লায় বড় হয়ে গেছে । মাঝেমাঝেই জলের ওপর লাফিয়ে ওঠে -- বিশাল শরীরটা রূপোলি ঝিলিক দিয়ে যায় । লোকে তারিফ করে -- 'কত বড় মাছ !'

মাছটা ঘ্যানঘ্যান করে -- ''আমি সাগরে যাবো । সেখানে অনেক খাবার, অফুরন্ত জল ।'' বাবা-মা বলে, ''আমাদের সাধ্যি কোথায় ? তাছাড়া তোর ছোট ছোট ভাই-বোনেরা রয়েছে, তাদের খাবার জন্য জমিটুকু ত' রাখতে হবে ।'' মাছ বলে , ''একবার সাগরে পাঠিয়ে দাও, তারপর সেখান থেকে এক বিশাল নৌকো নিয়ে এসে সব্বাইকে তুলে সাগরে নিয়ে যাবো ।'' মা-বাবা মন শক্ত করে ।

শেষে মাছের সাগরে যাওয়ার দিন আসে । মা তাকে সাজিয়ে দেয় । বাবা তাকে এগিয়ে দেয় । সঙ্গে পাথেয় দেয় ভাই-বোনেদের জন্য রাখা খুদকুঁড়োটুকু । মা চোখ মুছে বলে, ''খোকা আমাদের জন্য ভাবিস না । আমাদের ত' দিন শেষ হয়ে এলো, ছোট ভাইবোনগুলোকে নিয়ে যাস ।''

সবাই দিন গোণে ।. . . মাছ একদিন ফিরে এসে ঠিক নৌকায় সবাইকে তুলে নিয়ে সাগর পাড়ি দেবে ।

মাছের সাড়া শব্দ নেই । বছরের পর বছর পেরিয়ে যায় ।

এদিকে পুকুরের জল শুকিয়ে এসেছে । ঘটি ডোবেনা এমন জলে সবাই মিলে সাঁত্রায় । মা'র চুলে পাক ধরেছে । বাবার চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এসেছে । ভাইবোনেরা কাদার মধ্যে গেঁড়ি-গুগলি ধরে বাঁচার চেষ্টা করে ।

শেষে একদিন উৎসব লেগে যায় । হাঁপাতে হাঁপাতে ভাইবোন দুটো এসে মা-বাবাকে খবর দেয় দাদার জাহাজ আসছে ।.... দূর দিগন্তের একটা কালো বিন্দু দেখতে দেখতে বিশাল একটা উড়োজাহাজের চেহারা নিয়ে সারা আকাশ গর্জনে তোলপাড় করে এসে নামে । উড়োজাহাজের দরজা দিয়ে একে একে নেমে আসে মাছ, মাছের বৌ, মাছের দুই ছেলে । তার পিছন পিছন আরো অনেক লোক, পেল্লায় দেখতে । সব যন্ত্রপাতি নিয়ে নেমে এসে জায়গাটা ঘিরে ফেলে । মাছের পকেটে বাবার জন্য পিকচার পোস্টকার্ড, মায়ের জন্য সাগরপারের পারফিউম, ভাইবোনের জন্য চকলেট । মাছ যন্ত্র হাতে লোকগুলোর দিকে হাঁক পাড়ে -- ''কলগুলো এই জমিতে লাগিয়ে দাও । এখান থেকেই মাছের তেল বার করা হবে ।''

বাপ-মায়ের চোখে আনন্দাশ্রু । জিজ্ঞেস করে, ''ওগুলো কী রে খোকা ?''
মাছ মিছরির সর্বৎ-এ লম্বা চুমুক দিয়ে বলে, ''সব বন্দোবস্ত করে এলাম । এবার উন্নয়নের জন্য আমাদের আর ঘুরে বেড়াতে হবে না । এখানেই সব বিলিতি কল বসবে । মনের মতো চাকরি হবে । বুড়ো বয়সে বসে খাবার ব্যবস্থা হবে । এই কাগজ কটাতে চটপট সই করে দাও ।'' মাছ কাগজ বার করে ।
বাপ শুধোয় ''ওতে কী লেখা আছে রে খোকা ?''

মাছ বলে ‘‘ওতে লেখা আছে তোমাদেরই ভালোর জন্য তোমাদের এই খারাপ জমিগুলো কোম্পানী এমন দামে কিনে নিতে চাইছে যা কেউ কখনো চিন্তাও করতে পারেনি । শুধুমাত্র আমারই কথায় এটা সম্ভব হয়েছে ।’’

বাপ মাছের দিকে তাকায় ।
মা মাছের দিকে তাকায় ।
ভাইবোন মাছের দিকে তাকায় ।
তারপর সবাই বলে ‘‘জমি আমরা দেব না রে !’’
মাছ সঙ্গের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে -- ‘‘চালাও গুলি ।’’